শেখ হাসিনার বাংলাদেশ
পরিচ্ছন্ন পরিবেশ

শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা- ২০০৬ অনুসারে

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, মিশ্র ও নীরব এলাকায় শব্দের সর্বোচ্চ মানমাত্রা অতিক্রম

নিষিদ্ধ ও দন্ডনীয় অপরাধ

মোটরযান (সকল প্রকার), নৌ বা অন্য কোন যানে অনুমোদিত শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী হর্ণ ব্যবহার **নিষিদ্ধ ও দন্ডনীয় অপরাধ**

শব্দদূষণের ফলে

- শ্রবণশক্তি হ্রাস ও স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়
- স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপন ব্যাহত হয়
- উচ্চ রক্তচাপ ও হৃদরোগসহ মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটতে পারে
- ক্ষুধামান্দ্য ও মানসিক চাপসহ বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টি হয়
- মাথাব্যাথাসহ কাজে মনোসংযোগ ব্যাহত হয়
- কর্মদক্ষতা ও কাজের গুণগত মান হ্রাস পায়
- ফুসফুসজনিত জটিলতা দেখা দেয়
- অনিদ্রা ও স্মরণশক্তি হ্রাস পায়

শব্দদূষণজনিত অপরাধের শাস্তি

- প্রথমবার অপরাধের জন্য অনধিক ০১ (এক) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড
- পরবর্তী অপরাধের জন্য অনধিক ০৬ (ছয়) মাস কারাদন্ড বা অনধিক ১০ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড

সম্মানিত নাগরিক, গাড়ি, মোটর সাইকেল চালক, নৌযান চালকগণকে শব্দ দূষণ রোধ ও নীরব এলাকায় **হর্ণ অথবা অন্য কোন মাধ্যমে শব্দদূষণ না করার জন্য অনুরোধ করা হলো**

STOP

NOISE POLLUTION

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প

পরিবেশ অধিদপ্তর

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

শেখ হাসিনার বাংলাদেশ
পরিচ্ছন্ন পরিবেশ

শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা- ২০০৬ অনুসারে

হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস আদালত বা এ জাতীয় অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের চারিপার্শস্থ ১০০ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা

নীরব এলাকা হিসেবে গণ্য

যে কোন নীরব এলাকায় অতিরিক্ত হর্ণসহ শব্দ দূষণের ফলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, রোগী, পেশাজীবীসহ অন্যান্যদের

- শ্রবণশক্তি হ্রাস পায়
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্ম এলাকার পরিবেশ ব্যাহত হয়
- শিক্ষার্থী বা কর্মজীবীদের মনোসংযোগ ব্যাহত হয়
- শিশুদের মেধাবিকাশ ব্যাহত হয়
- মানসিক চাপ/অসুস্থতা দেখা দিতে পারে
- হাসপাতালে ভর্তি রোগীরা আরো অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে
- গর্ভস্থ বাচ্চা নষ্ট বা বধির / বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুর জন্ম হতে পারে
- উচ্চ রক্তচাপ ও ফুসফুসজনিত জটিলতাসহ নানা প্রকার অসুস্থতা দেখা দিতে পারে

হর্ণ বাজাবেন না, শব্দদূষণ করবেন না
শব্দদূষণ একটি নীরব ঘাতক

STOP 🔇
NOISE POLLUTION

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

শেখ হাসিনার বাংলাদেশ
পরিচ্ছন্ন পরিবেশ

শব্দ দূষণের উৎস/কারণ

১। যানবাহনের অতিমাত্রায় সাধারণ ও হাইড্রোলিক হর্ণের ব্যবহার
২। যানবাহনের অনুসংগ হিসেবে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ
৩। শিল্প কলকারখানায় ও ওয়ার্কশপে সৃষ্ট শব্দ
৪। বিভিন্ন প্রচার কাজে ব্যবহৃত মাইক ও লাউড স্পিকারের ব্যবহার
৫। বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে উচ্চ শব্দে মাইক/লাউড স্পিকারের ব্যবহার
৬। বিভিন্ন ধরণের পণ্য সেবাসহ অন্যান্য প্রচারণার সময় উচ্চ শব্দে মাইক/লাউড স্পিকারের ব্যবহার
৭। নির্মাণ কাজ ও বিস্ফোরণ কর্মসূচি
৮। উচ্চ শব্দে কথা বলা ও হেড ফোনের ব্যবহার
৯। আবাসিক কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি/উপকরণের ব্যবহার
১০। বিমান, রেল কর্তৃক উৎসরিত শব্দ

শব্দদূষণ একটি নীরব ঘাতক
আসুন সকলে মিলে একে প্রতিরোধ করি

শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা- ২০০৬ অনুসারে এলাকাভিত্তিক শব্দের মানমাত্রা

ক্রমিক নং	এলাকার শ্রেণি	মানমাত্রা ডেসিবল dB (A) Leq*এককে	
		দিবা	রাত্রি
১।	নীরব এলাকা 🚫	৫০	৪০
২।	আবাসিক এলাকা	৫৫	৪৫
৩।	মিশ্র এলাকা	৬০	৫০
৪।	বাণিজ্যিক এলাকা	৭০	৬০
৫।	শিল্প এলাকা	৭৫	৭০

*dB (A) Leq দ্বারা মানুষের শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত সম্পর্কিত নির্দিষ্ট সময়ব্যাপী শব্দের গড় মাত্রাকে বুঝাইবে (time weighted average) যাহা ডেসিবল এ-স্কেলে নির্দেশিত।

এই সকল এলাকায় শব্দের সর্বোচ্চ মানমাত্রা অতিক্রম নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্প
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

আপনি জানেন কি ?
শব্দদূষণ একটি নীরব ঘাতক

উচ্চ মাত্রার শব্দ শ্রবণশক্তি হ্রাস ও শরীরের রক্তচাপ বৃদ্ধি করে, হৃদযন্ত্রের কম্পন বাড়িয়ে দেয়, হজম প্রক্রিয়া ব্যাহত করে, মাংসপেশীর খিঁচুনী সৃষ্টি করে এবং সর্বোপরি শিশুদের বেড়ে ওঠা বাধাগ্রস্ত করে। আমরা অনেক সময়ই অপ্রয়োজনে হর্ন বাজিয়ে স্বাস্থ্য-হুমকি সৃষ্টি করছি।

যানবাহনে আরোহীদের প্রতি অনুরোধ

লক্ষ্য রাখুন, আপনার গাড়ীর চালক অপ্রয়োজনে হর্ন বাজাচ্ছে কি-না। বাজালে অনুগ্রহপূর্বক আপনার গাড়ি চালককে তা করতে নিষেধ করুন।

গাড়ী চালকদের প্রতি অনুরোধ

অপ্রয়োজনে হর্ন বাজাবেন না। নীরব এলাকায় হর্ন বাজাবেন না (হাসপাতাল, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত বা অনুরুপ প্রতিষ্ঠানসমূহের চতুর্দিকে ১০০ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা নীরব এলাকা হিসেবে চিহ্নিত এবং সরকার কর্তৃক নীরব এলাকা হিসেবে ঘোষিত যে কোন এলাকা)। অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে নিজের সামান্য সুবিধা নিতে যেয়ে অন্য দশজনের অসুবিধা সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকুন।

সুস্থ পরিবেশে নিজে বাঁচুন এবং অপরকে বাঁচতে সহায়তা করুন

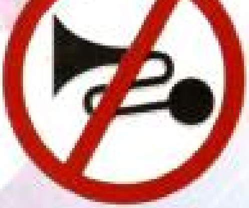

শব্দদূষন (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৬ অনুসারে কোনো ব্যক্তি নির্ধারিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে তিনি প্রথম অপরাধের জন্য অনধিক ১ (এক) মাস কারাদণ্ডে বা অনধিক ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয়দণ্ডে এবং পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের জন্য অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ডে বা অনধিক ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ অধিদপ্তর

শেরপুর জেলা কার্যালয়, শেরপুর।

ই-মেইল : Serpur@doe.gov.bd

পরিবেশ অধিদপ্তর

ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়
ময়মনসিংহ।
www.doe.mymensinghdiv.gov.bd

ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৯

নতুন আইনের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো:

- পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়নের স্বার্থে আধুনিক প্রযুক্তির ইটভাটা অর্থাৎ Zigzag Kiln, Hybrid Hoffman, Vertical Shaft Kiln, Tunnel Kiln বা অনুরূপ উন্নততর কোন প্রযুক্তির ইটভাটা স্থাপন করতে হবে।
- কৃষিজমি বা পাহাড় বা টিলা হতে মাটি কেটে বা সংগ্রহ করে ইটের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। জেলা প্রশাসকের অনুমোদনক্রমে ইট তৈরী করার জন্য কোন ব্যক্তি ইট প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে মজা পুকুর বা খাল বা বিল বা খাঁড়ি বা দিঘি বা নদ-নদী বা হাওর-বাওর বা চরাঞ্চল বা পতিত জায়গা হইতে মাটি কাটিতে বা সংগ্রহ করিতে পারিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, ইটভাটার লাইসেন্সের জন্য আবেদনপত্রে প্রস্তাবিত ইটভাটার মালিক কর্তৃক ইট প্রস্তাবিত মাটির উৎস উল্লেখপূর্বক হলফনামা দাখিল করিতে হইবে।
- কোন ব্যক্তি ইটভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে জ্বালানি হিসাবে কোন জ্বালানি কাঠ বা কাঠ জাতীয় কোন দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারিবেন না।
- কোন ব্যক্তি ইটভাটায় ইট পোড়ানোর কাজে নির্ধারিত মানমাত্রার অতিরিক্ত সালফার, অ্যাশ, মারকারি বা অনুরূপ উপাদান সম্বলিত কয়লা জ্বালানি হিসাবে আমদানি করিয়া ব্যবহার করিতে পারিবেন না।
- ইটভাটা হইতে গ্যাসীয় নিঃসরণ ও তরল বর্জ্যের নির্গমন মাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে থাকিতে হইবে অর্থাৎ গ্যাসীয় নিঃসরণ (1000mg/Nm3) এর মধ্যে হতে হবে।
- অবস্থানগত ছাড়পত্র, পরিবেশগত ছাড়পত্র এবং জেলা প্রশাসকের নিকট হতে লাইসেন্স গ্রহণ ব্যতিরেকে ইটভাটা স্থাপন ও ইট প্রস্তুত করা যাবে না।

যে সকল স্থানে ইট ভাটা স্থাপন নিষিদ্ধ

(ক) আবাসিক, সংরক্ষিত বা বাণিজ্যিক এলাকা।
(খ) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা উপজেলা সদর।
(গ) সরকারি বা ব্যক্তি মালিকানাধীন বন, অভয়ারণ্য, বাগান বা জলাভূমি।
(ঘ) কৃষি জমি।
(ঙ) প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা।
(চ) ডিগ্রেডেড এয়ার শেড (Degraded Air Shed)

নিম্নবর্ণিত দূরুত্ব বা স্থানে ইটভাটা স্থাপন করা যাবে না

(ক) নিষিদ্ধ এলাকার সীমারেখা হইতে ন্যূনতম ১ (এক) কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে।
(খ) সরকারি বনাঞ্চলের সীমারেখা হইতে ২ (দুই) কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে।
(গ) কোন পাহাড় বা টিলার উপরিভাগে বা ঢালে বা তৎসংলগ্ন সমতলে কোন ইটভাটা স্থাপনের ক্ষেত্রে উক্ত পাহাড় বা টিলার পাদদেশ হইতে কমপক্ষে ১/২ (অর্ধ) কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে।
(ঘ) পার্বত্য জেলায় ইটভাটা স্থাপনের ক্ষেত্রে, পার্বত্য জেলার পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে:
(ঙ) বিশেষ কোন স্থাপনা, রেলপথ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ও ক্লিনিক, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বা অনুরূপ কোন স্থান বা প্রতিষ্ঠান হইতে কমপক্ষে ১ (এক) কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে।

দন্ড

ইট প্রস্তুত লাইসেন্স ব্যতিরেকে ইট প্রস্তুত বা ইটভাটা স্থাপন করলে বিধি-বিধান লঙ্ঘনজনিত অপরাধে অনধিক দুই বছর কারাদন্ড বা ২০ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ডে দন্ডিত করার বিধান রাখা হয়েছে।

পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করে পরিবেশ বান্ধব ইটভাটা স্থাপন করুন, দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করুন।

পরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর
ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহ।

পরিবেশ অধিদপ্তর

ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহ।
www.doe.mymensinghdiv.gov.bd

কালো ধোঁয়া কেন ক্ষতিকর

- যানবাহন থেকে নির্গত ক্ষতিকারক কালো ধোঁয়ায় কার্বন ডাই অক্সাইড (CO2), কার্বন মনো অক্সাইড (CO) ও সালফার ডাই অক্সাইড (SO2) গ্যাস থাকে। এসব গ্যাস শ্বাসকষ্ট, ফুসফুসের ক্যান্সারসহ অন্যান্য রোগের সৃষ্টি করে।
- কালো ধোঁয়ার প্রভাবে এসিড বৃষ্টি হতে পারে।
- কালো ধোঁয়া বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা বাড়ায়।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে জলবায়ু পরিবর্তন হয়।

অপরাধ

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ধারা ৬(১) অনুযায়ী স্বাস্থ্য হানিকর বা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া বা গ্যাস নিঃসরণকারী যানবাহন চালানো দন্ডনীয় অপরাধ।

দন্ড

উক্ত আইনের ধারা ১৫ অনুযায়ী-

* প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ০৫ (পাঁচ) হাজার টাকা অর্থ দন্ড;
* দ্বিতীয় অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা;
* এবং পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ০১(এক) বৎসর কারাদন্ড বা ২০(বিশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।

পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর ধোঁয়া নিঃসরণকারী যানবাহন পরিহার করুন
নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করুন। স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করুন

পরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর
ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহ।

পরিবেশ অধিদপ্তর

ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়

ময়মনসিংহ।

www.doe.mymensinghdiv.gov.bd

শিল্প প্রতিষ্ঠান/কারখানা/প্রকল্প স্থাপনের জন্য পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক

১। বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতীত কোন এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাবে না।

২। প্রস্তাবিত শিল্প প্রতিষ্ঠান/কারখানা ও প্রকল্পের জন্য প্রথমে অবস্থানগত এবং উৎপাদনে যাওয়ার পূর্বে/বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরুর পূর্বে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।

৩। কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান/কারখানা আবাসিক এলাকায় স্থাপন করা যাবে না।

৪। শিল্প প্রতিষ্ঠান/কারখানা সমূহের অবস্থান যথাসম্ভব সরকার ঘোষিত শিল্প এলাকায়/অর্থনৈতিক অঞ্চল/ শিল্প সমৃদ্ধ এলাকায়/ যথাসম্ভব ফাঁকা জায়গায় হতে হবে।

৫। বাণিজ্যিক/মিশ্র এলাকায় নির্ধারিত মানমাত্রা বহির্ভূত শব্দ, ধোয়া, দুর্গন্ধ, তরল বর্জ্য সৃষ্টিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা যাবে না।

অপরাধ

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) এর ধারা ১২ (১) অনুযায়ী: মহাপরিচালকের নিকট হতে, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ না করে কোন এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠান/কারখানা স্থাপন বা প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে না।

দন্ড

উক্ত আইনের ধারা ১৫ অনুযায়ী, পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ না করে কোন এলাকায় শিল্প প্রতিষ্ঠান /কারখানা স্থাপন বা প্রকল্প গ্রহণ করলে-

অনূন্য ০২ (দুই) বৎসর, অনধিক ০৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদন্ড; বা অনূন্য ০১ (এক) লক্ষ টাকা, অনধিক ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড;

এছাড়াও বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন , গ্যাস, টেলিফোন বা পানির সংযোগ বন্ধ করা যেতে পারে।

পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করে পরিবেশ বান্ধব প্রকল্প/ কারখানা/শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলুন, সবার জন্য দূষণমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করুন।

পরিচালক

পরিবেশ অধিদপ্তর

ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পলিথিন শপিং ব্যাগ বর্জন করুন

দেশকে পরিবেশগত বিপর্যয় থেকে রক্ষা করুন

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষন আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) অনুসারে পলিথিন শপিং ব্যাগ উৎপাদন, আমদানি, বাজারজাতকরন, বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য পরিবহন ও ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

আইন লংঘনকারীর শাস্তি

- ☐ পলিথিন শপিং ব্যাগ উৎপাদন, আমদানি বাজারজাতকরণ করলে আইন লংঘনকারীর প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২ বছর কারাদন্ড বা সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ড।
- ☐ পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে ২ বছর থেকে ১০ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড বা ২ লক্ষ থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ড,
- ☐ পলিথিন শপিং ব্যাগ বিক্রয়, বিক্রয়ের জন্য প্রদর্শন, মজুদ, বিতরণ, বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে পরিবহণ বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য ব্যবহার করলে অনধিক ১ বছর কারাদন্ড বা অনধিক ৫০ হাজার টাকা অর্থ দন্ড অথবা উভয় দন্ড।

পলিথিন ব্যাগের উৎপাদন, বাজারজাতকরণ এবং ব্যবহারকে প্রতিহত করুণ। এ সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশ অধিদপ্তরের নিকটস্থ অফিস/জেলা প্রশাসকের কার্যালয় / উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়/আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করুন।

পরিবেশ অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয়, ময়মনসিংহ
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

পাহাড়/টিলা কাটা বন্ধ করি
পরিবেশকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করি।

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি শেরপুর জেলাকে পরিবেশ বিপর্যয় থেকে রক্ষা ও দেশী-বিদেশী পর্যটকদের আকর্ষণ করার লক্ষ্যে এবং পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষার্থে নালিতাবাড়ী, ঝিনাইগাতী ও শ্রীবরদী উপজেলার পাহাড় ও টিলা কর্তন না করার জন্য সর্ব সধারণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

অপরাধ

পাহাড় কাটা সম্পর্কে বাধা-নিষেধ : "কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সরকারি বা আধা-সরকরি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মালিকানাধীন বা দখলাধীন বা ব্যক্তিমালিকানাধীন পাহাড় ও টিলা কর্তন ও/বা মোচন (Cutting and/or razing) করা যাইবে না"।

দন্ড

বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (সংশোধিত-২০১০) অনুসারে পাহাড়/টিলা কর্তন করা হলে, আইন লংঘনকারী প্রথম অপরাধের ক্ষেত্রে অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদন্ড বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন। পরবর্তী প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রে অন্যূন ২ (দুই) বৎসর, অনধিক (১০) বৎসর কারাদন্ড বা অন্যূন ২ (দুই) লক্ষ টাকা, অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডের বিধান রয়েছে।

পরিবেশ অধিদপ্তর
শেরপুর জেলা কার্যালয়, শেরপুর